অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় ।।

আজ ৮ ডিসেম্বর। আমার বন্ধু সহযাত্রী সহকর্মী ড. দোজা চৌধুরীর দ্বিতীয় মৃত্যু দিবস। দোজার বিগত আত্মার প্রতি সন্মান রেখে ওকে নিয়েই আজ আমার কিছু কথা । তাই শুরুতেই বলে নেই আজকের এ লেখা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অল্প স্বল্প গল্প। কোন পাঠকের বিরক্তির কারণ হলে ক্ষমাপ্রার্থী।

২০০৬-এর ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার। মিন্টোবাসি আমার বন্ধু প্রাক্তন সহকর্মী ড. আনোয়ার হোসেন মন্ডল ফোন করে প্রথম দুঃসংবাদটা দিয়েছিলো। দোজা ভাই নেই। নারাব্রাই হাসপাতালে নেয়ার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ড. মন্ডলও এক সময়ে দোজার সাথে নারাব্রাইতে চাকুরীরত ছিলো NSW Department of Primary Industries-এ। রীতিমত চমকে উঠেছিলাম। জানলাম ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক দোজা সামলাতে পারেনি। তক্ষুনি কবিতাকে সঙ্গে করে ছুটলাম প্যারামাটায় ওর পরিবারের কাছে - অর্থাৎ যেখানে সুলতানা ভাবি মেয়ে নাজিয়া আর ছেলে নাহিয়ানকে নিয়ে থাকেন। এখনো ওখানেই আছেন। ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার্থেই একই পরিবারের দু জায়গায় অবস্থান।

সে রাতেই বন্ধু মোশতাক আহমেদের একান্ত সহযোগিতায় ওরা ছুটলো নারাব্রাইতে। মোস্তাকও স্বপরিবারে গেল ওদের সঙ্গে। অরেঞ্জ থেকে জিয়াউল হক বাবলুও ছুটে গেলো। পরদিনই সিডনি ফিরলো দোজার মৃতদেহ নিয়ে। নাজিয়া, নাহিয়ানের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। ওরা সবাইকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে - আমার আব্বুটা কেন মরে গেলো? আব্বু কি আর আসবে না ---?

দোজার চলে যাওয়াটা মেনে নিতে কষ্ট হয়েছে। এখনো কষ্ট হয়। যাওয়াটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। দোজা কেবল দিতে শুরু করেছিলো। মানব কল্যাণে ওর সাধনার লব্ধ জ্ঞান কেবল মাত্র প্রয়োগের সুযোগ পেলো আর অমনি শুরুতেই মুকুলটা ঝরে গেলো। ড. দোজা চৌধুরী মূলতঃ একজন প্লান্ট ব্রিডার। একটি নতুন গাছ নতুন ফসল অথবা বিদ্যমান কোন ফসলের মধ্যে প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সে ফসলের ফলন বাড়ানো ওর কাজ। ওর নেশা।

ওর সব সুকুমার নেশার সাথে আমার পরিচয় ষাটের দশক থেকে। আমরা উভয়েই তখন যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র। আমার দু বছরের জুনিয়র দোজা। কিন্তু খেলাধুলো করেছি এক সঙ্গে। বিশেষতঃ স্কাউটিং করতে গিয়েই বেশী কাছের হয়েছি। যখনই গ্রুপ কাপ্টেন

হিসেবে কোন দায়িত্ব কাওকে দিতে চেয়েছি বাদলের (দোজা) হাতটা সবার আগে উঠে গেছে। পরে এমন হলো যে অন্যরা বলতো - বাদল যদি কাজটা না নেয় তবে আমি নেবো।

ওকে আবার পেলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। যশোর থেকে বাদল, মিজান, মাজেদসহ আরো বেশ ক'জন সরাসারি শাহজালাল হলের পশ্চিম ২০ নম্বরে এসে হাজির। 'ভাই, চইলে আলাম এবার ভর্ত্তি কইরে দেন'। ওদের ভর্ত্তি হতে সাহায্য করলাম। দু'জন থাকতাম দু হলে। দেখা সাক্ষাতে ওর একই কথা - 'ভাই পরীক্ষা পড়াশুনো রিসার্চ নে খুব ব্যস্ত আছি। দোয়া করবেন।' সেই দোয়া আজো করি। আমার প্রিয় সাথী বন্ধুর জন্য আজো দোয়া করি। বন্ধু তোমার মতো একজন গবেষকের বড় প্রয়োজন ছিলো। তুমি কেবল দিতে শুরু করলে আর অমনি বুকভরা অভিমান নিয়ে চলে গেলে? তোমার নাজিয়া তোমার নাহিয়ান তোমার গবেষণা কোন কিছুই তোমাকে ধরে রাখতে পারলো না।

দোজা তোমার গবেষণা নিয়ে আমরা গর্বিত। ভীষণভাবে গর্বিত। এদেশের পত্র পত্রিকা ওয়েব সাইটে সে খবর বেরিয়েছে। নারাব্রাইতে বসে Rust resistance, seed improvement নিয়ে গবেষণা করে Crop establishment – এ যে পরিবর্তনের ধারা তুমি সৃষ্টি করেছো সে ধারায় এখন এ দেশের কৃষকরা আশাবাদী। Climate Change – চ্যালেঞ্জকে সামলাতে গিয়ে ওরা তোমার গবেষণার ফলকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে যেন খরার সময়ে ওদের উৎপাদিত Beans, Rust বা অন্যান্য রোগে যেন আক্রান্ত না হয় এবং পানির অপ্রতুলতায়ও যেন তারা টিকে থাকে। তোমার সে গবেষণার স্বীকৃতি দিতেই তোমার সহযোগী বিজ্ঞানীরা এবং কৃষকরা মিলে একটি Bean - এর নামকরণ করেছে ' Doza Bean'। বন্ধু তুমি 'দোজা বিনের' নামকরণ দেখে যেতে পারো নি। আমরা দেখেছি। বিশাল করে বুক চিতিয়ে এদেশের মাঠে দেখছি ' দোজা বিন"। এদেশের কৃষকের মুখে মুখে আজ ' দোজা বিন"। তুমি চলে গেছো। 'দোজা বিন' আছে। থাকবে। আমাদের দিয়ে গেলে বুক চিতিয়ে রাখার এক দারুণ অহংকার।

মনে পড়ে সেই জয়দেবপুরের দিনগুলোর কথা। আমি ধান গবেষণায় আর তুমি কৃষি গবেষণায়। দুটি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি তারকাঁটার বেড়া দিয়ে পৃথক করা। আমরা বিজ্ঞানী/গবেষকেরা মিলে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম 'কিংশুক"। তুমি এমনই যে তুমি কোন কিছুতে নেই আবার তুমি সবখানেই। সবসময়েই। তোমাকে দিয়ে গান নাটক আবৃত্তি কিছুই করানো যায়নি অথচ আমাদের সকল রিহার্সেলে সকল কর্মকান্ডে সেই জিলা স্কুলের মত হাত তুলে দাঁড়িয়ে - অর্থাৎ মঞ্চে ওঠা বাদে কি কাজ করতে হবে তুমি প্রস্তুত। নিবিষ্ট মনে আমাদের রিহার্সেল দেখতে। আমি নিশ্চিত সুলতানা ভাবিকে দেখার জন্য সব সময় বসে থাকতে না - তুমি সে ধাঁচের নও তবে আমাদের রিহার্সেল খুব উপভোগ করতে। মজাটা হলো তুমি তখনো - এই আছো, এই নেই। কখনো তোমাকে দরকারে না পেলে আমরা জানতাম এক জায়গাতেই তোমাকে

পাওয়া যাবে নির্ঘাত - সেটা হলো ল্যাব নয়তো গ্রীন হাউস নয় গবেষণার মাঠ। হাসি আনন্দ ব্যাডমিন্টন যা কিছু হোক সবকিছুতেই দোজা আছে কিন্তু মাথার মধ্যে সারাক্ষণই ল্যাব নয়তো গ্রীন হাউস নয় গবেষণার মাঠ। এমনই এক দোজা তুমি।

কেন জানি ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে। খুব শ্রদ্ধা করতো। সেবার আমরা একুশে উপলক্ষ্যে 'কিংশুক' থেকে আমার লেখা নাটক 'মিনারের শব্দ শোন" মঞ্চস্থ করবো। নাটকের একটা চরিত্রের জন্য সবার মন্তব্য - এ চরিত্রটায় সবচে' ভালো মানাবে দোজার স্ত্রী সুলতানা ভাবিকে। তখন মেয়ে নাজিয়া কোলে। দোজা এমনিতেই ভাবিকে হলুদ কার্ড দিয়ে রেখেছে বাচ্চার অযত্ন করে রিহার্সেলে বেশী সময় দেয়া যাবে না। অনেকেই দোজাকে বলেছে ভাবিকে অভিনয়টা করার অনুমতি দিতে। দোজা এক বাক্যেই 'না'। অন্য দু একজনকে দিয়ে আমরা চেষ্টা করে দেখেছি। মন মত হয় না। পরে সকলের চাপে বাধ্য হয়ে যখন ওকে সুলতানা ভাবির কথাটা বললাম - সেই চির চেনা মুচকি হাসি দিয়ে বললো - "দিলেন তো আমার রিসার্চের তেস্‌ড়া (যশোরের ভাষা অর্থাৎ বারোটা বাজিয়ে) মাইরে। আপনি কলি তো আর না করা যায় না। ও নাটক করলি পারে তো আমারেই সারাক্ষুণ নাজিয়ারে কোলে কইরে রাখতি হবেনে। আপনি বুঝতিছেন না মাঠে গ্রীন হাউসে এখন আমার কত্‌তো কাজ"। তথাপি দোজা নাজিয়াকে কোলে করেই গ্রীন হাউস-মাঠ করেছে। ফাঁকে ফাঁকে রিহার্সেলেও। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই বললো - দোজা ভাই ভাবি কিন্তু খুব সুন্দর অভিনয় করেছে। সেই মিষ্টি মুচকি হাসিটা দিয়ে দোজা আমাকে দেখিয়ে বলতো 'এই ভাই-ই তো গোল্ডগোলডা বাদায়ে দেছেন'।

এদেশে আসার পর সাউথ অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (SARDI) -এ গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করলো। বরাবরই গবেষণায় ওর নেশা তেমনি নাম-ডাক। পাশাপাশি বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র মত একরোখা এবং নীতির প্রশ্নে আপোসহীন। দেশে থাকতে যেমন দেখেছি কৃষিবিদদের নানান দাবী দাওয়া আদায়ে ওর আপোসহীন অবস্থান এখানেও তাই। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা বলতেই হচ্ছে। ভেচ (Vetch) ষড়যন্ত্রের কাহিনীটা। বাংলাদেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এক সময়ে এ দেশের কয়েক গ্রেইন ব্রোকারের সাথে যোগসাজোসে বাংলাদেশে মুশুরীর ডালের নামে ভেচ আমদানীর চেষ্টা করছিলো। ভেচ এক ধরনের গো-খাদ্য যা অনেকটা মুশুরীরর ডালের আকৃতি। কিভাবে যেন দোজা ব্যপারটা জেনেছিলো তারপর তার কয়েকজন সহকর্মীর সাথে বিষয়টি আলাপ করার পর ওরা স্থির করেছিলো এ জালিয়াতি বন্ধ করতে হবে। অনেক কাঠখড়ি পোড়াবার পর যদিও দোজা এ জালিয়াতি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলো তবে দোজাসহ অনেককে তার খেসারত দিতে হয়েছিলো অনেক। এখানকার সেই গ্রেইন ব্রোকাররা দোজার গ্রুপের একজনের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিলো। একজনকে চাকুরীচ্যুত করেছিলো। ওদের হাত অনেক লম্বা। দোজাকে নানান ভয় ভীতি দেখানো হয়েছিলো। এক সময়তো দোজা জীবনের নিরাপত্তারও অভাববোধ করতো। SARDI-র চাকরি ছেড়ে নারাব্রাইতে একরকম পালিয়েই এলো। আমাকে বললো 'ভাই

দোয়া করবেন চাকরী যায় যাক জানডা বাঁচায়ে পালায়ে আইছি তবু বাংলাদেশের মানুষকে তো মুশুরীর বদলে ভেচ খাওয়ার হাত থেকে বাঁচালাম।

হ্যাঁ দোজা - দেশের মানুষকে বাঁচালে কিন্তু নিজেকে তো আর বাঁচাতে পারলে না বন্ধু। দাঁড়ি কমা সেমিকোলন কোন কিছু দিয়েই আর তোমাকে থামানো গেলো না। মাঠের ফসল, গবেষণাগারের বীজ সব কিছুই হেরে গেলো। ওগুলো তোমাকে আটকে রাখতে পারলো না। পারলো না তোমার প্রাণ প্রিয় নাজিয়া, নাহিয়ান, প্রিয়তমা স্ত্রী। পারলাম না আমরা - তোমার বন্ধুরা। সুহৃদরা। কেউ না। তুমি চলে গেলে - কিছু বললে না, কিছু শুনলে না, চলে গেলে অবুঝ মনের পথ ধরে -----।

জয়দেবপুরে আমার বাসায় তুমি তোমার সবচে' প্রিয়বন্ধু লেমনকে (ড. কাজী মুর্তজা কবির) নিয়ে প্রায়ই আসতে আড্ডা দিতে। তুমি চলে যাবার পর লেমন খুব কষ্ট পেয়েছিলো। লেমন বলতো তোমার সব কষ্টগুলো নাকি ওর কাছে জমা আছে। সেই জমানো কষ্টগুলো বুকে চেপে লেমন এখন ওয়েষ্টমিড হাসপাতালে জীবন যুদ্ধেরত। তুমি কি জানো দোজা তোমার প্রিয় বন্ধু লেমন এখন দারুনভাবে অসুস্থ। তুমি যদি পারো লেমনের জন্য একটু দোয়া কোর।

আজ এ দিনে করুনাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থণা করি তিনি যেন তোমাকে জান্নাতবাসি করেন। তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো যা আমরা করতে পারিনি। নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল দয়াময় তোমাকে ক্ষমা করবেন। মর্যাদা দান করবেন।

জয়দেবপুরে একবার বন্যার্তদের সাহাযার্থে আমরা 'অগ্নিবীনা' ছায়ানাট্য করেছিলাম মনে আছে বন্ধু? রিহার্সেলে তুমি ঝটিকার মত আসতে-যেতে। তো সেই ছায়ানাট্যেও একটি অংশ তোমার খুব প্রিয় ছিলো। যে অংশে ছায়া বিদ্রোহী কবি আবৃত্তি করতেন -

"যেদিন আমি হারিয়ে যাবো বুঝবে সেদিন বুঝবে
অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুঁছবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে।"

প্রিয় দোজা - প্রিয় বাদল। আজ সত্যি-ই বুঝছি তুমি হারিয়ে গেছো - চলে গেছো অস্তপারে যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না।